ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১১৭ ● কলকাতা ● ১৭ বৈশাখ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০১ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দেশের প্রধান বিচারপতি পদে বিআর গাভাইকে নিয়োগ করলেন রাষ্ট্রপতি, কবে দায়িত্ব নিচ্ছেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই। মঙ্গলবার প্রথা মেনে পরবর্তী প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আগামী ১৪ মে দেশের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেবেন বিআর গাভাই। ঠিক তার আগের দিন, অর্থাৎ ১৩ মে অবসর নেবেন শীর্ষ

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

দীঘার জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন: সম্প্রীতির বার্তা দিলেন দেব, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দ্বারোদ্ঘাটন

কৃষ্ণ সাহা দীঘা

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নয়, ধর্ম যেন সকলের জীবন রক্ষা করে – এই শান্তির বার্তা ধ্বনিত হল দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। বুধবার, অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে অভিনেতা তথা তৃণমূল সাংসদ দেব এই বার্তা দেন। এদিন মহাসমারোহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে দ্বারোদ্ঘাটন হয় এই

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১লা মে, ২০২৫ "মে দিবস" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ২রা মে, ২০২৫ তারিখে আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ৩রা মে, ২০২৫ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে। **সম্পাদক**

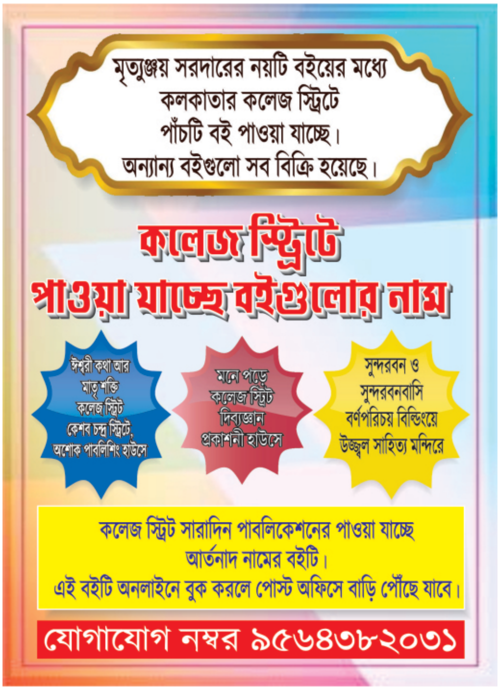

বৈদ্যুতিক নীতির বিরুদ্ধে ১ মে সম্মেলন করবে অটো-ট্যাক্সি ইউনিয়নগুলি

নতুন দিল্লি ৩০ এপ্রিল ২০২৫

দিল্লির অটো ট্যাক্সি ইউনিয়নগুলি অটোরিকশা প্রতিস্থাপন নীতিতে বৈদ্যুতিক নীতি বাস্তবায়নের সরকারের ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে রাজধানী দিল্লির গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এই সম্মেলনে, কর্মসংস্থান গ্যারান্টির আওতায় অটো ট্যাক্সি চালকদের কর্মসংস্থান প্রদানের উপর জোর দেওয়া হবে।

এই সম্মেলনে একটি প্রস্তাব পাস করা হবে এবং এই ধরণের স্বেচ্ছাচারী আদেশের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ও দিল্লির পরিবহন মন্ত্রীদের নামে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হবে এবং আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে।

আজাদ হিন্দ অটো ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের দিল্লি ইউনিটের প্রধান সুশীল ঝা, দিল্লি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের দিল্লি ইউনিটের সভাপতি অলোক তিওয়ারি, অটো ট্যাক্সি চালক সেনা ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের দিল্লি ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক রাম কুমার হিন্দ, দিল্লি অটো ট্যাক্সি গ্রামীণ সেবা ড্রাইভার ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের দিল্লি ইউনিটের প্রধান কাল্লু ভাইয়া এই তথ্য জানিয়েছেন। এবং সাধারণ সম্পাদক আর.কে. রাজপুত এবং দিল্লি অটো ট্রাইসাইকেল ড্রাইভার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আনন্দ চৌধুরী আজ এখানে জারি করা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

ইউনিয়ন নেতারা বলেছেন যে কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকার এই ধরনের নীতি এনে অটো এবং ট্যাক্সি চালকদের ধ্বংস করতে চায় এবং এটি কখনই মেনে নেওয়া হবে না। তিনি আরও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সরকার যদি এমন কোনও নির্দেশ জারি করে, তাহলে এর তীব্র বিরোধিতা করা হবে।

সমাজ মাধ্যমে পাকিস্তানের পোস্ট করায় গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা নদিয়া

সমাজ মাধ্যমে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ভারত বিদ্বেষ পোস্ট কে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ালো নদীয়ার শান্তিপুরে। ভারতবর্ষের মাটিতেই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ ওঠে এক যুবকের বিরুদ্ধে ।ঘটনায় দোষীর অবিলম্বে শাস্তির দাবীতে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা থানা ঘেরাও করে দফায়,দফায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকে আমজনতা।সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় সেনাদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য,পাকিস্তানের সেনাদের দেখে ভারতীয় সেনারা বর্ডার থেকে পালিয়েছে,এমনটাই মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায় নদীয়ার শান্তিপুর শহর জুড়ে। অভিযোগ নদীয়ার শান্তিপুর গয়েশপুর পঞ্চায়েতের টেংরিডাঙ্গা গ্রামের শরীফ শেখ

এরপর ৪ পাতায়

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হলে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে: তিওয়ারি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং প্রখ্যাত সিএ সঞ্জয় কুমার তিওয়ারি বলেছেন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হলে পাকিস্তান বিশ্ব মানচিত্র থেকে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

২২শে এপ্রিল পহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের হত্যার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার প্রেক্ষিতে সঞ্জয় সাওরান অ্যান্ড কোম্পানিতে কর্মরত মিঃ তিওয়ারি এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ডকে কাপুরুষোচিত বলে অভিহিত করেছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

দেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বারাণসী সংসদীয় আসন থেকে গত লোকসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মিঃ তিওয়ারি বলেন, যদি যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে দুর্ভিক্ষের সাথে লড়াইরত পাকিস্তান বিশ্ব মানচিত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। একই সাথে, উন্নয়নের পথে ভারতের অগ্রগতি প্রভাবিত হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের হারানোর কিছু নেই। এটি ইতিমধ্যেই দরিদ্র, কিন্তু ভারত বিভিন্ন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। যাদের ফেরত এখনও আসেনি। ভারতকেও ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কাটিয়ে উঠতে হবে।

শ্রী তিওয়ারি বলেন, রাশিয়া, ইউক্রেন, ইসরায়েল, হামাস ইত্যাদি যুদ্ধের কারণে বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। আমেরিকাও এই মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চীন তার বাণিজ্য এলাকা সম্প্রসারণ করছে। বেলুচিস্তানে পাকিস্তানের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করছে।

(১ম পাতার পর)

দেশের প্রধান বিচারপতি পদে বিআর গাভাইকে নিয়োগ করলেন রাষ্ট্রপতি, কবে দায়িত্ব নিচ্ছেন?

আদালতের বর্তমান প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।উল্লেখ্য, আগামী ছয় মাসের জন্য দেশের প্রধান বিচারপতি হবেন গাভাই। চলতি বছরে নভেম্বর মাসে অবসর নেবেন তিনি। বিচারপতি বালাকৃষ্ণনের পরে দেশের দ্বিতীয় দলিত প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন বিআর গাভাই।মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় আইন আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি জানান, নিয়ম মেনে সুপ্রিম কোর্টের আগামী প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই কাজ করেন দেশের রাষ্ট্রপতি।

রীতি অনুযায়ী মন্ত্রণালয় প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার কাছে তাঁর উত্তরসূরির নাম প্রস্তাবের আহ্বান করেছিল। এরপর কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর কাছে উত্তরসূরির নাম প্রস্তাব করেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নাম প্রস্তাব করেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। আগামী ১৪ মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেবেন গাভাই। ঠিক তার আগের দিন, অর্থাৎ ১৩ মে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেবেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।

(১ম পাতার পর)

দীঘার জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন: সম্প্রীতির বার্তা দিলেন দেব, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দ্বারোদ্ঘাটন

মন্দিরের।

মন্দিরের উদ্বোধন মঞ্চ থেকে দেব বলেন, "জগন্নাথ ঠাকুর আজ আমাদের বাংলার বুকে এলেন। আমার একটাই প্রার্থনা, যেভাবে ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, মানুষকে আলাদা করা হচ্ছে, তাঁদের সুমতি দিন, শান্তি দিন। ধর্ম যেন মানুষকে বাঁচার দিশা দেখায়, বিভেদ তৈরি না করে। আমরা শান্তি চাই। এই দেশের প্রতিটি মানুষ, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকলে যেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।"

দিঘার এই জগন্নাথ মন্দির নির্মাণে রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগ ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে, বিরোধীরা এই উদ্যোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে কটাক্ষ করেছেন। এই প্রসঙ্গে দেব স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "কে কী সমালোচনা করছে, সেই দায়িত্ব আমার নয়। আমার মনে হয়, এটা একটা অসাধারণ উদ্যোগ। এর ফলে দিঘার পর্যটন আরও সমৃদ্ধ হবে। এটা যেহেতু নির্বাচনের বছর নয়, তাই এখানে ভোট টানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বহু বাঙালি জগন্নাথ দেবের ভক্ত, তাঁরা দেশেই থাকুন বা বিদেশে, এই বাংলার জগন্নাথধামে এসে পুজো দিতে পারবেন।"

দিঘার জগন্নাথ ধামকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই বিষয়েও দেব মুখ খোলেন। তিনি বলেন, "যাঁরা এই মন্দির দেখেছেন, প্রত্যেকেই একবাক্যে বলছেন এখানে এক অদ্ভুত শান্তি ও ভালোলাগার অনুভূতি রয়েছে। আমাদের দেশ তো এই জন্যই বিখ্যাত – আমরা বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন দেবদেবী এবং সংস্কৃতিকে সযত্নে লালন করি। বিরোধীরা যদি এর বিরোধিতা করেন, তবে তা নিতান্তই হাস্যকর। ঠাকুর সবাইকে শান্তি দিন, শুভবুদ্ধি দিন। সবকিছু যেন কেবল ভাগ করার রাজনীতি না হয়, বরং একতাবদ্ধ করার জন্যও কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। তাই দিঘার জগন্নাথ ধাম একটি অত্যন্ত সুন্দর উদ্যোগ।"

এদিন অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘার জগন্নাথ ধামে এক উৎসবের আমেজ ছিল। সকালে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, এরপর বিগ্রহকে স্নান করিয়ে রাজবেশ পরানো হয়। বেলা ১১টা ১০ থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত শুভ লগ্নে বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরে ভাত, বিভিন্ন প্রকার ডাল এবং হরেক রকমের মিষ্টিসহ ৫৬ ভোগের নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করেন এবং এই দিন থেকেই মন্দির সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। দিঘা রেল স্টেশনের কাছে প্রায় ২০ একর জমির উপর হিডকোর তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই জগন্নাথ ধাম তৈরি করতে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। উদ্বোধনের পর এই মন্দিরের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ইসকন। এই অনুষ্ঠানে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী জুন মালিয়া এবং সঙ্গীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

দিলীপের জগন্নাথ দর্শন নিয়ে ক্ষুব্ধ বঙ্গ বিজেপি, 'লজ্জা' বলে পোস্ট সৌমিত্রর, কী বললেন সুকান্ত-শুভেন্দু?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বরাবর দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলতেই দেখা গিয়েছে তাঁকে। একদা আরএসএস-এর শিষ্য দিলীপ ঘোষের জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্বই আলাদা। কিন্তু বুধবার, দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পরপরই তিনি যা করলেন, তাতে দল বেশ ক্ষুব্ধ। বুধবার বিকেলেই রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সস্ত্রীক চলে গেলেন মন্দিরে!তবে দিলীপের দিঘা সফর ও জগন্নাথ দর্শন নিয়ে সৌমিত্র খাঁ-র পোস্টে রীতিমতো ক্ষোভের সুর। তিনি লিখেছেন, ”একজন ত্যাগী থেকে কীভাবে ভোগী হয়ে উঠতে হয়, তার আদর্শ নিদর্শন আপনি দিলীপবাবু। বাবুল সুপ্রিয় থেকে মুকুল রায়, এদের তাড়িয়ে আজ আপনি নিজেই তাদের পথ অনুসরণ করেছেন। কতটা নির্লজ্জ হলে এমন 'আদর্শবান পুরুষ' হওয়া যায়, তা চিন্তার বিষয়! বাংলার বিজেপির লজ্জা আপনি।” এ থেকেই স্পষ্ট, দিলীপ ঘোষের দিঘা যাওয়া, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা – এসব মোটেই ভালোভাবে গ্রহণ করছে না বঙ্গ বিজেপি।পুজো দিয়ে মন্দির ঘুরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎও করলেন দিলীপ ঘোষ, রিঙ্কু মজুমদার। তারপরই বিজেপির তরফে একের পর এক নেতা প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

সেনাকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দেওয়ার পরই মোহন ভাগবতের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর, বাড়ছে যুদ্ধের জল্পনা

ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে এবার আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে যান সরসংঘচালক। সেখানেই কিছুক্ষণ কথা হয় দুজনের। প্রথমে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং তিন সেনার প্রধানের সঙ্গে বৈঠক।দিন দুই আগেই প্রধানমন্ত্রীকে নিজের কর্তব্য মনে করিয়ে আরএসএস প্রধান বলেন, "অহিংসা যেমন ভারতীয়দের স্বভাবজাত, তেমনই আক্রমণকারীদের শাস্তি দেওয়াটাও সরকারের কর্তব্য।" মোহন ভাগবত বলেন, “আমরা প্রতিবেশীদের আক্রমণ করি না। কিন্তু কিছু মানুষ বদলাবে না। আপনি যতই চেষ্টা করুন তাঁদের স্বভাব বদলাতে পারবেন না। গোটা বিশ্বকে ওরা বিব্রত করে। আর এই পরিস্থিতিতে রাজার কর্তব্য হল, নিজের সম্পত্তি রক্ষা করা। এর সেটার জন্য হামলাকারীকে হত্যা করাটাও কর্তব্য।" ঘটনাচক্রে সংপ্রধানের সেই বক্তব্যের পরই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী।বৈঠকে সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তারপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা। এবং তারপর আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ। প্রধানমন্ত্রীর পর পর বৈঠকে ভারত-পাক যুদ্ধের জল্পনা বাড়ছে।

মঙ্গলবারই পহেলগাঁও হামলার এক সপ্তাহ পূরণ হয়েছে। অথচ এখনও মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে ২৬ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা জঙ্গিরা। এ পর্যন্ত কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি অভিযান ও ধরপাকড় চালিয়েও হামলার মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা নিকেশ করা যায়নি। এদিকে এই হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথম বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী মোদি সেনার উপরে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন। এবং সেই সঙ্গে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেন প্রত্যাঘাতের। এরপরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নিজের ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী। তারপরই সংঘপ্রধানের সঙ্গে তাঁর বৈঠক।

নয়াদিল্লিতে একের পর এক কর্মকাণ্ডে যুদ্ধের জল্পনা আরও বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী সেনাকে ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’ দেওয়ার পর যেভাবে সরসংঘপ্রধানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করলেন সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এমনিতে আরএসএস প্রধান সরকারি কোনও পদে নেই। সরকার কোনও বড় পরিকল্পনা করলে সেটা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার প্রয়োজন পড়ে না কেন্দ্রের। তবে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যরকম। সংঘ বিজেপির আদর্শগত ভিত্তি। যে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংঘকে অবহিত করাটা বিজেপির অঘোষিত রীতি। প্রধানমন্ত্রীর এবং ভাগবতের সাক্ষাতের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী?

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চোদ্দতম পর্ব)

হঠাৎ দেখলেন একজন নারী বেরিয়ে যাচ্ছে অমনি দৌড়ে গিয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কে মা তুমি? চলে যাচ্ছ কেন?"সে বলল, "আমি তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ঘরে অলক্ষ্মী এনেছো থাকতে আর দিলে কই?"রাজা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় দেখেন আরও এক সুন্দরী নারী বেরিয়ে যাচ্ছে, রাজা তাড়াতাড়ি তার পথ আগলে বললেন "তুমি কে মা?চলে যাচ্ছ কেন?"সে বলে, "আমি যশলক্ষ্মী তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি।"এই ভাবে একে একে রাজলক্ষ্মী,ভাগ্যলক্ষ্মী আর যশলক্ষ্মী তিনজনে রাজাকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

সমাজ মাধ্যমে পাকিস্তানের পোস্ট করায় গ্রেফতার

নামে এক যুবক এই ধরনের মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে।তবে সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ার এই পোস্ট যখন সামনে উঠে আসে তখনই প্রতিবাদে সরব হয়। একশ্রেণীর মানুষপরবর্তীতে কয়েকশো মানুষ একত্রিত হয়ে শান্তিপুর থানায় এসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।।প্রায় ঘন্টা খানিক থানার সামনে বসে চলতে থাকে বিক্ষোভ।ভারতের মাটিতে থেকে এত ভারত বিদ্বেষ কেন,ওই যুবকের সাথে জঙ্গিদের যোগ সাজোস রয়েছে,অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে।শুধু গ্রেপ্তার নয়,দেশদ্রোহিতা মামলা দিয়ে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে তাকে।

অবশেষে শান্তিপুর থানার পুলিশ সোমবার দুপুরে ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং সোমবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত যুবক দিনমজুরের কাজ করে। বাড়িতে মা আর স্ত্রী ছাড়াও তিন মেয়ে রয়েছে। ওই যুবকের স্ত্রী বলে আমার স্বামী নির্দোষ। ভুলবশত ওই পোস্ট করে ফেলেছে, তিনটে ছোট মেয়ে নিয়ে কি করে সংসার চালাবো জানিনা। পুলিশ আরো জানায় যুবকের মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ফরেনসিক পরীক্ষায় পটানো হয়েছে। ধৃতকে মঙ্গলবার রানাঘাট আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক তাকে ১৫ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

উক্ত পুরাণ মতে, শনি আদৌ কুদৃষ্টি নিয়ে জন্মাননি,বরং স্ত্রীর অভিশাপই তাঁর কুদৃষ্টির কারণ। একদিন শনি ধ্যান করছিলেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী সুন্দর বেশভূষা করে এসে তাঁর কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। ধ্যানমগ্ন শনি কিন্তু স্ত্রীর দিকে ফিরেও চাইলেন না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সারা রাজ্যের পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার জুড়ে ভার্চুয়ালি দীঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়

বাইজিদ মন্ডল ডায়মন্ড হারবার

দীঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠান ভার্চুয়ালি রাজ্যের প্রতিটি জেলা পর্যায়ে এবং ব্লকস্তরে দেখানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লকে জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার ব্যবস্থা হয়েছে। দীঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডায়মন্ড হারবার বিডিও অফিসে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার,ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লকের বিডিও শেখ দিন ইসলাম,একনম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গৌতম অধিকারী,একনম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি সন্দীপ সরকার,জেলা পরিষদের সদস্যা মনমোহিনি বিশ্বাস,পঞ্চগ্রাম হাসপাতাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ আকবর হোসেন সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠান ডায়মন্ড হারবার ব্লক প্রশাসন জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল।পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা প্রাঙ্গণে যে জায়েন্ট স্ক্রিন করা হয়েছে সেখানে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাসদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে সেই অনুষ্ঠান চাক্ষুষ করলেন পৌরসভার সকল কাউন্সিলরা। বিডিও শেখ দিন ইসলাম তিনি এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। বিধায়ক পান্নালাল হালদার তিনি বলেন যে আজ পশ্চিমবঙ্গের এক গর্বের দিন। তিনি নিজেকে এতে অনেক গর্ব অনুভব করছেন। অনেক সাধারণ মানুষ যাদের পুরী গিয়ে জগন্নাথ মন্দির দর্শন করা সম্ভব হবে না তারা কিন্তু এখানে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করতে পারবেন। পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের দলনেত্রী যেটা করে দেখালেন সারা বিশ্বে এক আদর্শ হয়ে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ বাসী হিসেবে আজ সত্যি গর্বের দিন। সত্যি মুখ্যমন্ত্রী অতুলনীয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষের সামর্থ হতো না পুরী যাবার। এবার দীঘাতেই জগন্নাথ দর্শন করতে পারবেন মানুষ, তিনি জয় জগন্নাথ বলেন।

(৩ পাতার পর)

দিলীপের জগন্নাথ দর্শন নিয়ে ক্ষুব্ধ বঙ্গ বিজেপি, 'লজ্জা' বলে পোস্ট সৌমিত্রর, কী বললেন সুকান্ত-শুভেন্দু?

করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তবে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ নিজের ক্ষোভ চেপে রাখতে পারলেন না। ফেসবুক পোস্টে দিলীপ ঘোষকে 'বাংলা বিজেপির লজ্জা' বলে কার্যত তুলোধোনা করলেন।

এদিন একদিকে দিঘায় যখন জগন্নাথধামের উদ্বোধন, তখন কাঁথিতে হিন্দু সনাতনী মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সম্মেলনে নাকি আমন্ত্রণ পাননি দিলীপ ঘোষ। যদিও দিলীপ ঘোষ আগেই জানিয়েছিল, উদ্বোধনের পর দিঘার মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে তাঁর। এও জানিয়েছিলেন, জগন্নাথদেবকে নিয়ে রাজনীতির কিছু নেই। সেইমতো বুধবার বিকেলে তিনি সস্ত্রীক পৌঁছে যান দিঘায়। মন্দির লাগোয়া অতিথিশালায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসে খানিক গল্পও করেন। এনিয়ে শুভেন্দুকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সটান জবাব, ''আমি শুধু হিন্দু ধর্ম নিয়ে কথা বলব। অন্য কিছু নিয়ে নয়। কে কোথায় গিয়েছে, সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি কিছু বলতে পারব না।'' রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য, ''শুনেছি ওঁকে আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ওঁর স্ত্রীকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাই ওঁরা গিয়েছেন। এটা তো ওঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।''

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

অবশেষে জামিন পেলেন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অবশেষে জামিন পেলেন বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়া হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। বুধবার হাইকোর্টে বিচারপতি আতোয়ার রহমান খান ও আলী রেজার বেঞ্চ জামিন মঞ্জুর করে। বাংলাদেশে অশান্তি, হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের মাঝেই গ্রেফতার করা হয়েছিল চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে। দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে।গত ১১ ডিসেম্বর যখন চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে আদালতে পেশ করা হয়, তখন তাঁর হয়ে লড়াই করার জন্য কোনও আইনজীবী ছিল না। চিন্ময় কৃষ্ণের আইনজীবীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এরপর একাধিকবার চিন্ময় কৃষ্ণকে আদালতে পেশ করা হলেও, প্রতিবারই তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি আদালত জানতে চেয়েছিল, কেন চিন্ময় কৃষ্ণকে জামিন দেওয়া হবে না। এরপর ৩০ এপ্রিল রুল অ্যাবসলিউট ঘোষণা করে হাইকোর্ট।প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল ভারত। কলকাতা থেকে শুরু করে মুম্বই, পুণে- দেশের দিকে দিকে সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণের জামিনের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল হয়েছিল। এ দিন রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জামিন পান বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস।

গত বছর অগস্ট মাসে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতন ও মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরই বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার শুরু হয়েছিল। হিন্দুদের বাড়িঘর-মন্দির ভাঙচুর, আগুন লাগিয়ে দেওয়া, এমনকী হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছিল নির্বিচারে। এর প্রতিবাদেই গর্জে উঠেছিলেন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস।

এরপরই দেশদ্রোহিতার অভিযোগে গত ২৫ নভেম্বর ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। চিন্ময় কৃষ্ণের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। ২৭ নভেম্বর চিন্ময় কৃষ্ণকে চট্টগ্রাম আদালতে পেশ করার সময়, আদালত চত্বরে সংঘর্ষ বাঁধে, এক আইনজীবীর মৃত্যু হয়।

ঝাড়ফুঁকের নাম করে নাবালিকাকে ধর্ষণ, 'ওঝা'কে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ পকসো আদালতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঝাড়ফুঁকের নাম করে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত 'ওঝা' সুদেব মালিককে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান পকসো আদালত। মঙ্গলবার বিচারক বর্ষা বনশল আগরওয়াল এই রায় ঘোষণা করেন। অভিযুক্তকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছে আদালত। জরিমানার অর্থ জমা না হলে অতিরিক্ত ৬ মাসের কারাবাস করতে হবে তাকে। এছাড়া নির্যাতিতা নাবালিকার ক্ষতিপূরণ বাবদ জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার সুপারিশ করেছেন বিচারক। ঘটনাটি ঘটে ২০২১ সালের ৯ জুলাই, পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার উলাড়া গ্রামে। অসুস্থ হয়ে পড়া মেয়েকে স্থানীয় ওঝা সুদেব মালিকের কাছে ঝাড়ফুঁকের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন এক জনজাতি পরিবারের সদস্যরা। সেই সময় নাবালিকাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যায় সুদেব। দীর্ঘ সময় পরও দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় মেয়েটির মায়ের। দরজা খুলে তিনি দেখেন, তাঁর মেয়ে কাঁদছে। তখনই মেয়েটি জানায় তার সঙ্গে কী ঘটে। জানা যায় ওই দিনই নির্যাতিতার মা মেমারি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ধর্ষণ ও পকসো আইনে মামলা রুজু করে এবং পরদিন রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। চার্জশিট পেশ করা হয় ২০21 সালের ৪ সেপ্টেম্বর। একই বছরের ৭ অক্টোবর মামলার চার্জ গঠন হয়। মামলায় ১১ জন সাক্ষ্য দেন এবং ফরেন্সিক রিপোর্টসহ ৪৯টি নথি পেশ করে পুলিশ।

সরকারি আইনজীবী তপন সামন্ত জানান, "নির্যাতিতা, তাঁর মা এবং চিকিৎসকের বয়ান আদালতে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। মেডিক্যাল রিপোর্টে ধর্ষণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।" তিনি আরও বলেন, অভিযুক্তকে জেলে রেখেই বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আদালতে মেয়েটি এবং তার মা অভিযুক্তকে শনাক্ত করেন। আদালতে নির্যাতিতার মা বলেন, "বিশ্বাস করে মেয়েকে ঝাড়ফুঁকের জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম, অথচ সেই বিশ্বাসকেই পিষে দিল সে"। যদিও সাজা ঘোষণার সময় সুদেব নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, "আমাকে মিথ্যে ফাঁসানো হয়েছে"। এই রায় সমাজে একটি কড়া বার্তা পাঠায়—ধর্মীয় বা লোকাচারিক বিশ্বাসের আড়ালে কেউ অপরাধ করলে, তাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবেই।

সিনেমার খবর

গোপনে বিয়ে করে প্রথম দিনই শাশুড়ির কাছে অপদস্থ হন রেখা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে রেখা এক জাদুকরী নাম। দেড় শতাধিক সিনেমায় অভিনয়, জাতীয় পুরস্কার, পদ্মশ্রী— তার ক্যারিয়ার অভাবনীয় সাফল্যে পরিপূর্ণ। তবে আলোচনার পাশাপাশি রেখার জীবনের ছায়াচিত্রও কম নয়। ব্যক্তিগত জীবন, প্রেম ও সম্পর্ক নিয়ে রেখার জীবনের গল্প বলিউড সিনেমাকেও হার মানায়।

সত্তরের দশকে একাধিক অভিনেতার সঙ্গে রেখার নাম জড়ায়। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এখনও চলে আলোচনা। তবে তার বাইরেও রেখার জীবনে ছিলেন জিতেন্দ্র, বিনোদ মেহরা প্রমুখ।

জিতেন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী না হলেও, বিনোদ মেহরার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা। ‘ঘর’, ‘জাল’-এর মতো একাধিক সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। শোনা যায়, সম্পর্ক এতটাই গভীর হয়েছিল যে গোপনে কলকাতায় গিয়ে বিয়ে করেন রেখা ও বিনোদ। এরপর বিনোদ রেখাকে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। কিন্তু সেখানেই ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনা।

বলিপাড়ার গুঞ্জন অনুযায়ী, বিনোদের মা নাকি রেখাকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। রেখার অতীত, সাহসী ভাবনা ও বলিউডের গসিপ। এসবই তাদের মধ্যে বিভেদের কারণ হয়।

এক সাক্ষাৎকারে রেখা জানান, বিনোদের মা তাকে ‘অতিরিক্ত যৌনাকাঙ্ক্ষায় ভোগেন’ বলে মনে করতেন। এমনকি বিয়ের পর গৃহপ্রবেশের দিন তাকে ধাক্কা দেওয়া হয়, এবং জুতোপেটাও করা হয়। অপমানিত রেখা কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এরপর দীর্ঘ সময় কোনো সম্পর্ক সামনে আসেনি তার।

১৯৯০ সালে রেখা বিয়ে করেন ব্যবসায়ী মুকেশ আগরওয়ালকে। তবে মাত্র ছয় মাসেই সে সম্পর্ক ভেঙে যায়। দাম্পত্য কলহ ও মতানৈক্যের জেরে রেখা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন। পরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে আত্মহত্যা করেন মুকেশ।

আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন সামান্থা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর একের পর এক ঝড় বয়ে গেছে সামান্থা রুথ প্রভুর জীবনে। যদিও অভিনেত্রী প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন তার মনের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন। সেখানে আর কারো জায়গা নেই।

কিন্তু প্রেম কি আর কখনো বলে কয়ে আসে! যে সামান্থা মনের দরজায় খিল দিয়েছিলেন, তার মনের নাগাল পেলেন বলিউডের খ্যাতনামী পরিচালক রাজ নাদিমরু। আগামী ৯ মে সামান্থার প্রযোজনায় প্রথম ছবি ‘শুভম’ মুক্তি পেতে যাচ্ছে। তার আগে তিরুপতি বালাজির মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। সঙ্গে ছিলেন তার চর্চিত প্রেমিকও।

শোনা যাচ্ছে, নাগা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর নিজের সম্পর্কে নাকি সিলমোহর দেন সামান্থা! অধিকাংশের দাবি, নাগার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর নাকি রাজ-ডিকে জুটির রাজ নিদিমোরুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন সামান্থা। তাই রাজের সঙ্গে পর পর কাজ করছেন তিনি।

গত বছরের নভেম্বরে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়া রাজ এবং ডিকের পরিচালনায় ‘সিটাডেল: হানি বানি’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করতে দেখা গেছে সামান্থাকে। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালে রাজ-ডিকে পরিচালিত ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ দ্বিতীয় সিজনেও অভিনয় করেন সামান্থা।

সম্প্রতি পিকাবল চ্যাম্পিয়ানশিপের অনুষ্ঠানে রাজের সঙ্গে হাজির হন সামান্থা।

এবার দু’জনকে একসঙ্গে মন্দিরে দেখে নেটাগরিকদের একাংশের দাবি, তাঁদের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কেউ কেউ লিখছেন, বিয়ের আগে আশীর্বাদ নিতেই রাজকে নিয়ে মন্দিরে গেছেন অভিনেত্রী। যদিও এই প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করেননি সামান্থা।

ফের বিতর্কে উর্বশী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আবারও বিতর্কে জড়ালেন ভারতীয় অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা। সম্প্রতি তিনি দাবি করেছিলেন, উত্তরাখণ্ডে তাঁর নামে রয়েছে একটি মন্দির। এবার উর্বশী দাবি করলেন, ২৫১ জন নারীর বিয়ে দিয়েছেন তিনি। রেঁধেছেন, মালা গেঁথেছেন এমনকি শাড়িও নাকি বুনেছেন।

উর্বশীর সেই মন্তব্য নিয়ে এ বার নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। উর্বশী সেখানে আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন, তিনি নিজে হাতে মানুষের সেবা করেন, তা নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না। কিন্তু তাকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি করতে কেউ ছাড়ে না। উর্বশী বলেছেন, আমি দানধ্যান করি নিজের জন্মদিনে। এই বছর আমি ২৫১ জন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা নিয়ে কেউ লেখালিখি করে না। আমার ভাল কাজের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে যাক, আমি তা চাই।

উর্বশী জানিয়েছেন, তিনি সব সময়ে মালদ্বীপে বা দেশের বাইরে কোথাও জন্মদিন পালন করতে যান। কিন্তু এ বার সিদ্ধান্ত বদলান। তার কথায়, মধ্যপ্রদেশের খজুরাহোতে গিয়ে ২৫১টি দরিদ্র মেয়ের বিয়ে দিই। ওদের বিয়ের শাড়ি নিজের হাতে বুনেছি, ওদের মালা নিজে হাতে গেঁথেছি।

এখানেই শেষ নয়। বিয়ের জন্য খাবারও নাকি নিজে হাতে বানিয়েছেন উর্বশী। অভিনেত্রী বলেছেন, ওদের বিয়ের জন্য নিজে হাতে ভাত, ডাল ও সবজি তৈরি করেছিলাম। মিষ্টি, জিলিপির ব্যবস্থাও করেছিলাম। নিজে হাতে সকলকে খাবার পরিবেশন করেছিলাম।

রাজনীতিতে আগ্রহ নেই, আসবও না : সৌরভ গাঙ্গুলী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ক্রিকেটের মহারথী সৌরভ গাঙ্গুলী গত কয়েক বছর ধরে টিভি পর্দাতেও মহারথী হিসেবেই নিজের পরিচয় ধরে রেখেছেন। তার শো 'দাদাগিরি' এখনও তুমুল জনপ্রিয় একটি শো। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া নীরজ পাণ্ডের ওয়েব সিরিজ 'খাকি : দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার'-এর একটি প্রচারমূলক প্রোমোতে নজর কাড়লেন ক্রিকেট কিংবদন্তি সৌরভ গাঙ্গুলী। পুলিশের পোশাক পরে পর্দায় হাজির হয়ে দর্শকদের চমকে দেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক।

তবে এটিই শেষ নয়-সৌরভকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে একটি বায়োপিকও। নিজের জীবনের নানা দিক নিয়ে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে মুখ খোলেন তিনি। সেখানে উঠে আসে ক্রিকেটজীবন, রাজনীতিতে জড়ানোর সম্ভাবনা, অভিনয়ে অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনার মতো বিষয়গুলো।

সাক্ষাৎকারে সৌরভ গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বিরাট কোহলির মতো আপনার স্ত্রী যদি নায়িকা হতেন এবং তিনি অভিনয় চালিয়ে যেতেন, তা হলে কি বেশি চ্যালেঞ্জিং হত? জবাবে সৌরভ বলেন, 'নায়িকা বউ মানেই বিচ্ছেদ, আর সাধারণ ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে বিচ্ছেদ হবে না-এ কথা কে বলেছে? তা হলে তো ঘরে-ঘরে এত বিচ্ছেদ হতো না! রোজ কত বিয়ে ভাঙে। প্রত্যেকের স্ত্রী-ই কি নায়িকা? এটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া। সেটা সঠিক থাকলেই সব ঠিক। তা ছাড়া, তারকাদের বিচ্ছেদ নিয়ে কত ভুয়া খবর রটে জানেন?'

বীরেন্দ্র শেবাগের উদাহরণ টেনে সৌরভ বলেন, 'যেমন, বীরেন্দ্র শেবাগ। স্বামী-স্ত্রীতে দিব্যি আছেন। কোনো বিচ্ছেদ হয়নি। অকারণে ওদের বিচ্ছেদের খবর লিখে সংবাদমাধ্যম সাড়া ফেলে দিল।'

সাক্ষাৎকারে সৌরভ-ডোনার ২৮ বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে সৌরভ জানান, আমরা খুব সহজ জীবনযাপন করি। আর পাঁচজন বাঙালি যেভাবে ঘর-সংসার করেন। মাথা ঠান্ডা রাখি। ব্যস্ততার চোটে রাগ করার ফুরসতও পাই না। অন্যদিকে, ডোনাও খুবই শান্ত। খুব ধৈর্য ওর। ঠান্ডা মাথার মেয়ে। ভীষণ ভাল। ফলে, আমাদের সে রকম কোনো সমস্যা হয় না।

সাক্ষাৎকারে সৌরভকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ভবিষ্যতে রাজনীতিতে আসবেন কি না? জবাবে সৌরভ সাফ জানিয়ে দেন রাজনীতিতে আগ্রহী নন।

তিনি বলেন, 'কোনো দিন রাজনীতি করিনি, কোনো দিন রাজনীতিতে আসবও না। বিশ্বাস করুন, রাজনীতি নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অন্যদের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও আসেন। কিছু বিষয় নিয়ে হয়তো আলোচনা করেন। একসঙ্গে বসে কথা বলতে বলতে বা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে ছবি উঠে। সেই ছবি ছাপা হলেই আমার রাজনীতিতে যোগদান নিয়ে কাগজে ছাপা হয়। চর্চা বাড়ে।'

নতুন চুক্তির প্রস্তাব না দেওয়ায় অবাক ডে ব্রুইনে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ম্যানচেস্টার সিটি তাকে নতুন চুক্তির প্রস্তাব না দেওয়ায় অবাক হয়েছেন দলটির বিদায়ী অধিনায়ক কেভিন ডে ব্রুইনে।

এই বেলজিয়ান তারকার ধারণা, ব্যবসায়িক ভাবনা থেকেই হয়তো সিদ্ধান্তটি নিয়েছে ইংলিশ ক্লাবটি। এই মাসের শুরুতে ডে ব্রুইনে জানিয়ে দেন, তার এক দশকের ম্যানচেস্টার সিটি অধ্যায় শেষ হচ্ছে চলতি মৌসুম শেষে।

প্রিমিয়ার লিগে গত শনিবার এভারটনের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ের পর ৩৩ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার সাংবাদিকদের বলেন, ক্লাবের নতুন চুক্তির প্রস্তাব না পেয়ে বিস্মিত হলেও পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন তিনি।

তিনি জানান, বিষয়টা ভালো কিছু ছিল না। (ক্লাবের সিদ্ধান্ত জানানোর সময়) আমার পরিবার বাড়িতে ছিল না। তারা ইস্টার ছুটিতে ছিল, তাই আমার জন্য মুহূর্তটা কিছুটা অদ্ভুত ছিল। যাইহোক, ব্যাপারটি এমনই ছিল।

তিনি আরও বলেন, আমি মনে করি না যে, আমার (বিস্তারিত) বলা উচিত, কারণ এটা মূলত তাদের ব্যবসায়িক ভাবনা, এর ওপর ভিত্তি করেই তারা সিদ্ধান্ত নেয়। সত্যি বলতে দীর্ঘ আলোচনা ছিল না। আমাকে তারা কেবল সিদ্ধান্তটি জানিয়েছিল এবং আর কিছু না। আমাকে পরিস্থিতি মেনে নিতে হবে।''

সিটির হয়ে ৪১৬ ম্যাচে ডে ব্রুইনে গোল করেছেন ১০৭টি ও অ্যাসিস্ট ১৭৭টি, এর মধ্যে প্রিমিয়ার লিগে অ্যাসিস্ট ১২০টি, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। চোটের ছোবল আর ছন্দহীনতায় এবার মৌসুমজুড়ে ভুগতে দেখা গেছে তাকে। তারপরও লিগে খেলেছেন ২৩ ম্যাচ।

২০১৫ সালে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর দলটির ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ ও অধরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তিনি।

রেকর্ড গড়ে ১৭ বারের চ্যাম্পিয়ন জন সিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রেসলমেনিয়া ৪১-এর মূল ইভেন্টে ইতিহাস গড়লেন জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা ও রেসলার জন সিনা । কোডি রোডসকে হারিয়ে আনডিসপিউটেড ডাব্লিউডাব্লিউই চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে হলেন ডাব্লিউডাব্লিউই ইতিহাসের সর্বোচ্চ ১৭ বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। মূলত হলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় র‍্যাপার ট্রাভিস স্কট এর হস্তক্ষেপে এ জয় পায় সিনা।

জন সিনা শুধু রিংয়ের সুপারস্টারই নন, হলিউডেও একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। তার অভিনীত জনপ্রিয় ছবির মধ্যে রয়েছে ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস, দ্য সুইসাইড স্কোয়াড এবং পিসমেকার।

সম্প্রতি জন সিনা তার চেনা নায়কসুলভ ইমেজ ছেড়ে এক 'খল চরিত্র' বা নেতিবাচক ভূমিকায় ফিরেছেন। সেই রূপেই দেখা গেল তাকে বেশ নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করতে। অপরদিকে সদ্য পরাজিত চ্যাম্পিয়ন কোডি রোডস বর্তমানে এই স্ক্রিপ্টেড রেসলিং কোম্পানির ফেস বা মূল নায়ক হিসেবে ম্যাচটিতে লড়াই করেন।

ম্যাচের শেষদিকে জন সিনা কোডিকে ঠেলে দেন খোলা টার্নবাকলের দিকে। তখন রেফারি কোডির অবস্থা যাচাই করছিলেন। এই সুযোগে রিংসাইডে হাজির হন ট্রাভিস স্কট। যিনি আগে থেকেই জন সিনা ও দ্য রকের এর সঙ্গে জোট বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তিনি রেফারিকে বিভ্রান্ত করেন। আর সেই ফাঁকে সিনা কোডিকে লো ব্লো মারেন এবং শিরোপার বেল্ট দিয়ে কোডির মুখে আঘাত করেন।

এরপর কোডিকে পিন করে জয় নিশ্চিত করেন জন সিনা। দর্শকরা তখন উল্লাস আর অসন্তোষে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ম্যাচটিতে ছিল একদিকে রেকর্ড গড়ার আনন্দ, অন্যদিকে ম্যাচের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR